দৈনিক বাংলা

তারিখ 21 JUL 1991
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলসহ কয়েকটি সংগঠনের মনোনয়নপত্র পেশ

পুনঃ ভর্তির প্রশ্নে বাকিদের নির্বাচন বর্জন ঃ ক্যাম্পাস উত্তপ্ত

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ছাড়া সাবেক সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যভুক্ত সব ছাত্র সংগঠন ডাকসু নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে। ছাত্রনেতাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ না দেয়ায় ছাত্র সংগঠনগুলি গতকাল নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

গতকাল ছিল ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ইসলামী ছাত্র শিবির এবং কয়েকটি ছোটখাট ছাত্র সংগঠন ছাড়া আর কোন সংগঠন মনোনয়নপত্র দাখিল করেনি।

অধিকাংশ ছাত্র সংগঠন নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়ায় ডাকসু নির্বাচন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আগামী ৩১শে জুলাই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রনেতাদের ভর্তি করতে অপারগতা প্রকাশ করার পর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নতুন করে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, ছাত্র

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলসহ কয়েকটি সংগঠনের...

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সংগঠনগুলির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নন। ভর্তির সুযোগ না দেয়ায় এবার তাঁরা ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারছেন না।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দও ভর্তি সমস্যার কারণে এবারের ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারছেন না। কিন্তু এর পরেও ছাত্রদল নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তে অটল রয়েছে এবং সংগঠনের মাঝারি সারির নেতাদের নিয়ে প্যানেল ঘোষণা করেছে। ছাত্রদলের প্যানেলে ডাকসুর ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে মনোনয়ন পেয়েছেন যথাক্রমে রফিকুল ইসলাম জগলু, শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি এবং আলী আকাস নাদিম। ছাত্র-দলের প্রার্থীরা গতকাল দুপুর সাড়ে বারটায় মিছিল করে মুহসীন হলে গিয়ে রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

ছাত্রদল ছাড়া আর যেসব সংগঠন গতকাল ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে ইসলামী ছাত্র শিবির (মুজিব-হেলাল পরিষদ), ইসলামী ছাত্র সেনা (বখতিয়ার-বাশার পরিষদ), ছাত্র বাংলা পরিষদ (জহির-ব্রোকন পরিষদ), খেলাফত ছাত্র আন্দোলন (দিদার-দাউদ পরিষদ) ইত্যাদি।

ডাকসুর ২০টি পদের জন্য মোট ২১৬টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। রাতে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত চীফ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের কাজ চলছিল।

অপ্রীতিকর ঘটনা

নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে ছাত্রদলের দু'টি গ্রুপের মধ্যে গোলযোগ হয়। জানা গেছে, প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে অসন্তুষ্ট একদল ছাত্র ভিপি পদে মনোনয়ন লাভকারী ছাত্রদল নেতা হেফাজ চৌধুরীকে একটি রুমে আটকে রেখে হয়রান করে।

গতকালের ক্যাম্পাস

নির্বাচন বর্জনের শ্লোগান দিয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে গতকাল ক্যাম্পাস ছিল উত্তপ্ত। সকাল দশটা থেকেই বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা নির্বাচনের ব্যাপারে ছাত্র সংগঠনগুলির সিদ্ধান্ত জানার জন্য মধুর ক্যান্টিনে ভিড় জমায়। ছাত্র সংগঠনগুলি এর আগেই পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

সকাল এগারটায় ছাত্রলীগ (শা-অ), ছাত্রলীগ (না-শ), জাতীয় ছাত্রলীগ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, নয় দলীয় বাম মোর্চা, ছাত্রলীগ (সা-সা), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন নির্বাচন বর্জনের ডাক দিয়ে পৃথক পৃথক বিক্ষোভ মিছিল বের করে, মিছিলে শ্লোগান দেয়া হয় "ছাত্র নেতৃবৃন্দের ভর্তি ছাড়া ডাকসু নির্বাচন হবেনা।"

ছাত্রলীগ (শা-অ) মিছিল শেষে কলাভবনের সামনে সমাবেশ করে। সংগঠনের সভাপতি শাহে আলম এবং সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, ক্যাম্পাসে ডাকসু নির্বাচনের পরিবেশ নেই। সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না। ছাত্র নেতাদের ভর্তির সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। তাই ছাত্রলীগ বাধ্য হয়ে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে নির্বাচন পিছিয়ে দিয়ে নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি এবং ছাত্রনেতাদের ভর্তির সুযোগ দানের দাবী জানিয়ে বলেন, অন্যথায় ডাকসু নির্বাচন প্রতিরোধ করা হবে।

ছাত্রলীগ (না-শ) মিছিল শেষে অপরাজেয় বাংলার সামনে সমাবেশ করে। সংগঠনের সভাপতি নাজমুল হক প্রধান এবং সাধারণ সম্পাদক শফী আহমদ সমাবেশে বক্তৃতা করেন। নেতৃবৃন্দ ডাকসু নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়ে বলেন, ডাকসুর ঐতিহ্য ও সুনাম ক্ষুন করার জন্য একটি মহল চক্রান্ত শুরু করেছে। এ চক্রান্তের অংশ হিসাবেই ছাত্র নেতাদের ভর্তি হতে দেয়া হচ্ছে না।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়ে অপরাজেয় বাংলার সামনে সমাবেশ করে। সংগঠনের সভাপতি নাসির-উদ-দুজা, সহ-সভাপতি আব্রাহাম লিংকেন, ছাত্রনেতা সুজাত মনসুর প্রমুখ সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

ছাত্র নেতৃবৃন্দ সমাবেশে বলেন, যখন হলের প্রভোস্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করে পদত্যাগ করেছেন, অস্ত্রধারীরা প্রকাশ্যে ক্যাম্পাসে ঘোরাফেরা করছে, তখন এই পরিবেশ কিছুতেই ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুকূল হতে পারে না।

ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্র ইউনিয়ন নিয়মিত ছাত্রদের নিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের নীতিতে বিশ্বাসী। ডাকসু ও ১৪টি হল সংসদে সংগঠনের প্যানেল চূড়ান্ত করেও ছাত্র ইউনিয়ন উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে নির্বাচন বর্জন করেছে।

নয়টি বাম ছাত্র সংগঠন এক যুক্ত বিবৃতিতে ক্যাম্পাসের বর্তমান পরিবেশকে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিকূল মন্তব্য করে বলেছে, কর্তৃপক্ষের কাছে বার বার আবেদন জানানো সত্ত্বেও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় পরিস্থিতি ক্রমাগত এক ভয়াবহ সংঘাতের দিকে এগুচ্ছে। বিবৃতিতে বিরাজমান ক্যাম্পাস পরিস্থিতির জন্য নয়টি ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে ডাকসু নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়া হয় এবং সন্ত্রাসমুক্ত সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরী করে নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণার দাবী জানানো হয়।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি নুর আহমদ বকুল, বিপ্লবী ছাত্র সংঘের আহবায়ক মুখলেছউদ্দীন শাহীন, গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি বিধান রায়, ছাত্র ঐক্য ফোরামের আহবায়িকা মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশ ছাত্র সমিতির সভাপতি আমিনুল ইসলাম, জাতীয় ছাত্রদলের সভাপতি মনসুরুল হাই সোহন, ছাত্রলীগ (সা-সা) সভাপতি আবদুস সাত্তার খান, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ফয়জুল হাকিম এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি বেলাল চৌধুরী। জাতীয় ছাত্র ফ্রন্ট, গণতান্ত্রিক ছাত্র শক্তি, বিপ্লবী ছাত্র ধারা, গণতান্ত্রিক ছাত্র কেন্দ্র এবং ছাত্রলীগ (নু-আ) পৃথক পৃথক বিবৃতিতে ডাকসু নির্বাচন বর্জনের কথা ঘোষণা করেছে।